বড় আশা নিয়ে পুনরায় আয়ুব বাচ্চু অস্ট্রেলিয়াতে গাইতে এলো!!

সৌমেন সরকার

অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী শ্রোতাদের রুচী পুনরায় পরীক্ষার মুখে। রুনা লায়লা ও হানিফ সংকেতের মত বটবৃক্ষসম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা নিদারুন লজ্জায় পড়েছিলেন সিডনীবাসী দর্শকদের রুচীর উৎকর্ষতা দেখে। তারা প্রথমে ভেবেছিল সিডনীর বাঙালীরাও দুবাই, নিউ-ইর্য়ক, মালয়শিয়া ও সিঙ্গাপুর প্রবাসীদের মত। যারফলে অপেরা হাউজে অনুষ্ঠিত রুনা লায়লার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি সুপার ফ্লপ হয়েছিল। রুনা লায়লা তখন সিডনীবাসী কয়েকজন উঠতি তরুনকে 'পাম্প-পট্টি' মেরে অনুষ্ঠানটি অপেরা হাউজে করিয়েছিল। খরচের ঠেলায় চারজন তরুন আয়োজকদের দু'জন ব্যঙ্ক ঋনের দায়ে শেষাব্দি স্বেচ্ছা-দেউলিয়া ঘোষনা দিতে বাধ্য হয়েছিল। 'লারে-লাপ্পা' ধরনের গান গেয়ে রুনা-আলমগীর জুটি তখন ঐ আনাড়ী কয়েকটি যুবককে 'মুরগী' বানিয়ে চিরতরে পথে বসিয়ে গিয়েছিল। রুনা লায়লা তার লোভ ও চাতুরালির জন্যে ভবিষ্যতে আর কখনো সিডনীতে গাইতে আসতে সাহস পাবেননা বলে সকলে মনে করেন। গুডবাই রুনা লায়লা।

সেক্ষেত্রে সাবিনা ইয়াসমিন ছিল বুদ্ধিমতি ও চৌকষ। সাবিনা ১৯৯৬ সনে সুমনের সাথে জুটি বেঁধে গানের সুরে প্রথমবারের মত সিডনী মাতিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সুরের রিনি-ঝিনি এখনো শ্রোতাদের কানে বাজে। অনুষ্ঠানের শিল্পী-আয়োজক উভয় পক্ষ তখন সন্তুষ্ট ছিল। সাবিনা সিডনীবাসী দর্শকদের 'পাল্স' তখন ধরতে পেরেছিলেন। যারফলে তিনি এঘাটে আর কখনো নৌকা ভেড়াননি। তার সম্মান দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে তাই এখনো অম্লান। তাই বুঝি সিডনীতে তার আবেদন এখনো স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা হানিফ সংকেত দীর্ঘ সাড়ে চারবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পায়নি। শেষাব্দি একজন মোশারফকে ধরে তিনি সিডনীতে আসতে সফল হন। হানিফ ২০০৭ এর শেষদিকে তখন সিডনীতে একটি 'সুপার-ফ্লপ' অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। তার অনুষ্ঠানে প্রায় দুই তৃতিয়াংশ হল ছিল ফাঁকা। টিকিট কিনে যে কয়জন যাও এসেছিল তারাও 'হায়-হায়' করে অনুষ্ঠান শেষে ঘরে ফিরেছিল। হানিফ অস্ট্রেলিয়ায় এসে ক্যঙ্গারু দেখে গেলেন বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজক জুটি কচি-মোশার্‌রফকে এক্কেবারে ছাল্‌ছাটা 'মুরগী' বানিয়ে দিয়ে গেল হানিফ। সেই ব্যর্থ অনুষ্ঠানের পর মোশাররফ চিরতরের জন্যে সাংস্কৃতিক ব্যবসা ছেড়ে দেয়। তারপর নবীজির রওজা মোবারকের ফটোর সামনে তওবা করে মশাররফ মনোহরী ও মুদী সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় মননিবেশ করে।হানিফ-ও অপেরা হাউজের সামনে তওবা করে, জীবদ্দশায় আর কখনো সিডনীতে আসবেন না। বাই-ভাই হানিফ সংকেত।

দেশ থেকে শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করার যন্ত্রনা অ-নে-ক। অনুষ্ঠানের আগে ও পরে থাকে অলিখিত অনেক দায়ীত্ব! নিজেদের চাকুরী-ঘর-সংসার সব ছেড়ে শিল্পীকে কাঁধে বহন করে হারবার ব্রীজে তোল, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিডনী দেখাও, ক্যামেরাম্যান ডাকো, বোতল আনো, কাউকে না পেলে রহমতরে ডাকো, অপেরা হাউজের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট মিলিয়ে গানের ছবির চিত্রায়নের আয়োজন কর, ভাবীর জন্যে-দুলাভাইয়ের জন্যে গীফট কিনে দাও। আবদারের শেষ থাকেনা, এমনকি টয়লেটে যাওয়ার সময় শিল্পীকে ঘটি (বদনা) পর্যন্ত এগিয়ে দাও। সিডনীতে এমন সাংস্কৃতিক-মুরগী অতিতে অনেকে হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কারা মুরগী হতে চাইবে?

আয়ুব বাচ্চু গত ২০০৩ সনে দ্বিতিয়বার সিডনীতে গাইতে এসে দর্শকশূন্য হল দেখে তখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন আর কখনো সিডনীতে আসবেননা। ম্যরিকভীল টাউনহলে তখন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যে ৬.৩০টায়। কিন্তু রাত ৮.৩০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও দেখাগেল সাবালক-নাবালক মিলে মাত্র ১৩জন দর্শক! অর্থনৈতিকভাবে মার খেল অনুষ্ঠানের আয়োজকদ্বয়। তারাও প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবনে আর কোনদিন বাচ্চুকে সিডনীতে গাইতে আনবেন না। বাচ্চু নিঃসন্দেহে একজন বিখ্যাত গীটার বাদক, তাকে দিয়ে গীটার বাজানো যায় তবে গান নয়। সে বিষয়গুলো বর্তমানের তরুন আয়োজকদের কেউই হয়ত জানেনা। জানলে এতবড় ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চুকে কেউ পুনরায় সিডনীতে আনতোনা। তবুও সাদামনের সিডনীবাসী প্রবাসীরা এই পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও প্রানচঞ্চল কয়েকটি যুবকের সাহসকে সাধুবাদ জানিয়েছে। আশির্বাদ করেছে তাদের প্রথম উদ্যোগটি যেন সুন্দর ও সফল হয়। কিন্তু সিডনীতে গতকাল (২৩ অক্ট) রবিবার সন্ধ্যায় বাচ্চুর অনুষ্ঠানটিতে শুধুমাত্র একশ্রেনীর তরুণদের উপস্থিতি দেখে কিছু দর্শক মন্তব্য করলেন 'Bacchu is not a cup of tea for our Sydney audiences.' Good bye Bacchu.